গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, হবিগঞ্জ
(রাজস্ব শাখা)
www.dchabiganj.gov.bd

স্মারক নং-০৫.৬০.৩৬০০.০১৮.০২.০০২.১৯-৮২৯২ তারিখঃ ৪ আগস্ট, ২০১৯ খ্রিঃ।

"হবিগঞ্জ জেলার সাধারণ বালুমহাল ইজারা বিজ্ঞপ্তি নং- ০২/১৪২৬ বাংলা"

(১৪২৬ বাংলা সনের ইজারাযোগ্য বালুমহালের তালিকাঃ পরিশিষ্ট 'ক')

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, হবিগঞ্জ জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনাধীন বালুমহালসমূহের (পরিশিষ্ট "ক" মোতাবেক) ১৪২৬ বাংলা সনের ৩০ শে চৈত্র পর্যন্ত ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলীর অধীনে নির্ধারিত ফরমে সীলমোহরকৃত খামে দরপত্র/দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে।

০১। বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত তারিখে (নির্ধারিত মূল্য) প্রতি দরপত্রের জন্য দরপত্র ফি বাবত (অফেরতযোগ্য) ১,০০০/০০ (এক হাজার) টাকা জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ বরাবর যে কোন সিডিউল ব্যাংকের পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট জমা প্রদান করে বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট মহোদয়ের কার্যালয়সহ এ কার্যালয়ের রাজস্ব শাখা এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় থেকে অফিস চলাকালীন দরপত্র সংগ্রহ করা যাবে।

০২। দরপত্র নির্ধারিত ফরমে সীলমোহরকৃত খামে বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট মহোদয়ের কার্যালয়সহ এ কার্যালয়ের রাজস্ব শাখা এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে রক্ষিত দরপত্র বাক্সে নিম্নবর্ণিত দিনপঞ্জি মোতাবেক দরপত্র দাখিল করা যাবে।

০৩। নির্দিষ্ট তারিখে দিনপঞ্জি অনুযায়ী বিকাল ৩.৩০ ঘটিকায় জেলা বালুমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থিত দরপত্র দাতাগণের সম্মুখে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) দরপত্রসমূহ খোলা হবে এবং দরপত্রের বিষয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

০৪। ইজারাগ্রহীতাকে নীতিমালা অনুযায়ী সমুদয় ইজারামূল্য পরিশোধ করতঃ ইজারামূল্যের উপর ১৫% ভ্যাট, ৫% আয়কর এবং সরকার নির্ধারিত অন্যান্য করসহ ইজারা গ্রহীতাকে কার্যাদেশ প্রাপ্তির ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে অর্থ পরিশোধ করতে হবে। অর্থ পরিশোধের পর পরবর্তী ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে নির্ধারিত ফরমে জেলা প্রশাসক ইজারা চুক্তি সম্পাদনপূর্বক (২৫০ টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্প বা সরকার কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত উপযুক্ত মূল্যমানের নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে) দখল বুঝিয়ে দেয়া হবে।

০৫। দরপত্রের সঙ্গে প্রদত্ত দরের ২৫% জামানত বাবদ সিডিউল ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত সি.ডি.আর/ব্যাংক ড্রাফটসহ বালুমহাল তালিকাভুক্তির সনদের কপি অবশ্যই দরপত্রের সংগে দাখিল করতে হবে।

০৬। বালুমহালসমূহ যেখানে যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায় ইজারা প্রদান করা হবে। ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক দরপত্র দাখিলের পূর্বেই সরেজমিন পরিদর্শন করে মহালের প্রকৃত অবস্থা সঠিকভাবে জেনে দরপত্র দাখিল করতে হবে।

০৭। সরকার কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা সনের পঞ্জিকা অনুসরণে বালুমহালের ইজারার মেয়াদ নির্ধারিত হবে। ৩০ শে চৈত্রের পর বালুমহালের উপর ইজারাগ্রহীতার কোন স্বত্বস্বার্থ থাকবে না এবং মহালের বিষয়ে কোন প্রকার আপত্তি উত্থাপন করা যাবে না।

০৮। যে সকল বালুমহালের উপর মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ/বিজ্ঞ দেওয়ানী আদালত/মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্থগিতাদেশ/স্থিতাবস্থার আদেশ/নিষেধাজ্ঞার আদেশ রয়েছে, ঐ সকল বালুমহালের ইজারার স্থগিতাদেশ/স্থিতাবস্থার আদেশ/নিষেধাজ্ঞার আদেশ প্রত্যাহারের সংগে সংগে বর্ণিত দিনপঞ্জি থেকে ইজারা কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। তবে ঐ সকল ইজারাকৃত/ইজারাযোগ্য বালুমহালের তালিকা এ কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শন করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে প্রেরণ করা হবে। এতদ্ব্যতীত কোন বালুমহালের কোন দাগের উপর কিংবা মহালের উপর বিজ্ঞ আদালতের স্থগিতাদেশ/স্থিতাবস্থার আদেশ/নিষেধাজ্ঞার আদেশ থাকলে তা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা না হলেও উহা ইজারা বহির্ভূত বলে গণ্য হবে।

০৯। কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন পর্যায়ে দরপত্র আহ্বানকারী কর্তৃপক্ষ এই ইজারা বিজ্ঞপ্তি পরিবর্তন/পরিবর্ধন/স্থগিত করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন। তাছাড়া যে কোন দরপত্র গ্রহণ বা বাতিলের বিষয়ে দরপত্র কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে বাস্তবতার আলোকে বালুমহালের তফসিল হ্রাস/বৃদ্ধি করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

১০। বালুমহাল সংলগ্ন নদীর পাড়, বাঁধ ইত্যাদি রক্ষার্থে ইজারাগ্রহীতা নিজ ব্যয়ে ডাইভারসন করে বালু উত্তোলন করবেন। কোনক্রমেই বাঁধ/পাড়ের ক্ষতিসাধন করা যাবে না। রাস্তাঘাট, চা-বাগান এবং জনগুরুত্বপূর্ণ জাতীয় স্থাপনা/স্থাপনাসমূহের কোন ক্ষতিসাধন করা যাবে না। পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট কিংবা পরিবেশ ও প্রকৃতির পরিপন্থী কোন কার্যক্রম চালানো যাবে না।

চলমান পাতা-২